প্রত্যক্ষণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া

Perception and Decision Making Process

৩

মানুষ বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে বাইরের জগতের বার্তা সংগ্রহ করে। এসব বার্তা সংগে সংগে কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রে প্রেরিত হয়। স্নায়ুপ্রবাহ মস্তিষ্কে প্রেরিত হবার সাথে সাথে সংবেদনের সৃষ্টি হয় এবং এর ব্যাখ্যা, সমন্বয়সাধন ও একত্রীকরণ করা হয়। সংবেদনের এ ব্যাখ্যাই হচ্ছে প্রত্যক্ষণ। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই মানুষের প্রত্যক্ষণ তৈরি হয় তার পারিপার্শ্বিক অবস্থা, পূর্ব অভিজ্ঞতা ও অনুভূতির দ্বারা। প্রত্যক্ষণ মানুষকে বাস্তবতা অস্বীকার করতেও প্রভাবিত করে। শুধু তাই নয়, এটি মানুষের আচরণকেও প্রবলভাবে প্রভাবিত করে। একজন ব্যবস্থাপক বা কর্মী যখন কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে যান তখন তাকে একটি প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যেতে হয়। প্রক্রিয়ার বিভিন্ন ধাপ ব্যক্তির প্রত্যক্ষণ দ্বারা প্রভাবিত হয়। প্রত্যক্ষণ সম্পর্কে যেমন আমাদের জেনে নেয়া দরকার তেমনি সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়াটিও জেনে রাখা দরকার। এ ইউনিটে আমরা প্রত্যক্ষণ এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া নিয়ে আলোচনা করবো।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ০১ সপ্তাহ

এ ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ - ১: প্রত্যক্ষণ ও প্রত্যক্ষণে প্রভাব বিস্তারকারী উপাদান
পাঠ - ২: এট্রিবিউশন তত্ত্ব ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া

পাঠ ৩.১ প্রত্যক্ষণ ও প্রত্যক্ষণে প্রভাব বিস্তারকারী উপাদান
Perception & Factors Influencing Perception

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- প্রত্যক্ষণ কী বলতে পারবেন।
- প্রত্যক্ষণে প্রভাব বিস্তারকারী উপাদানগুলো বর্ণনা করতে পারবেন।

মানুষ তার বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে বহির্জগতের বার্তা সংগ্রহ করে। এসব বার্তা সঙ্গে সঙ্গে কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রে প্রেরিত হয়। স্নায়ুপ্রবাহ মস্তিষ্কে পৌঁছার পর সংবেদনের সৃষ্টি হয় এবং এর পরবর্তীতে এর ব্যাখ্যা, সমন্বয়সাধন ও একত্রীকরণ করা হয়। সংবেদন যখন ব্যাখ্যা করা হয় তখন তা প্রত্যক্ষণে পরিণত হয়। অর্থাৎ প্রত্যক্ষণ হলো সংবেদনের বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যাকৃত রূপ। প্রত্যক্ষণকারীর দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা সুবিন্যস্ত ও ব্যাখ্যাকৃত হয়ে উদ্দীপকগুলো অর্থবহ হয়ে ওঠে। আর তদানুসারে মানুষ আচরণ করে থাকে। স্বাভাবিকভাবেই বলা যায় 'উদ্দীপক' ও 'প্রত্যক্ষণ' উপাদান হিসেবে আচরণকে ব্যাপক প্রভাবিত করে।

প্রত্যক্ষণ কী?
What is Perception?

প্রত্যক্ষণ শব্দটির ইংরেজি প্রতিশব্দ Perception যা ল্যাটিন শব্দ Perceptio থেকে এসেছে, যার অর্থ অভিজ্ঞতা লাভ বা অর্থপূর্ণ ধারণা। স্কোপলার (Schopler) ও তার সহযোগীদের মতে, "Perception refers to the way the world looks, sound, feels, tastes, or smells. In other words, perception can be defined as whatever is experienced by a person.''

প্রত্যক্ষণগত পর্যায় হলো চিন্তনের প্রাথমিক ও সহজতর পর্যায়। যখন কোনো ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বার্তা থেকে আমাদের মধ্যে সংবেদনের সৃষ্টি হয় তখন মস্তিষ্ক সাথে সাথে তার একটি মানসিক চিত্র প্রস্তুত করে। আমরা আমাদের পূর্ব অভিজ্ঞতা ও অনুভূতির দ্বারা এর একটি ব্যাখ্যা তৈরি করি। এ ব্যাখ্যাটিই হচ্ছে প্রত্যক্ষণ। উদ্দীপক এক হলেও প্রত্যক্ষণ সব সময় এক হয়না। ব্যক্তির আবেগ ও অভিজ্ঞতা অনুযায়ী উদ্দীপকের অর্থ বদলে যায়। যেমন একজন চিত্রশিল্পী তাঁর চিত্রে যা ফুটিয়ে তুলবেন তা একজন সাধারণ ব্যক্তির কাছে বোধগম্য নাও হতে পারে শুধুমাত্র ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির কারণে। সুতরাং, প্রত্যক্ষণ সব সময়ই বার্তার বাস্তবিকতার সাথে সম্পর্ক রাখেনা। বরং, ব্যক্তির অতীত অভিজ্ঞতা, অনুভূতি, অবস্থা ইত্যাদির সাথে সম্পর্কিত থাকে।

সাংগঠনিক আচরণে প্রত্যক্ষণ গুরুত্বপূর্ণ কেন? সহজভাবে বলতে গেলে, ব্যক্তির আচরণ প্রভাবিত হয় তার প্রত্যক্ষণের উপর। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ব্যক্তি যা প্রত্যক্ষণ করে তাই সে বাস্তব মনে করে এবং সে অনুযায়ী সে আচরণ করে থাকে। ব্যক্তির এ আচরণ প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডকে সরাসরি প্রভাবিত করে। ব্যক্তির আচরণ নিয়ন্ত্রণ করা প্রতিষ্ঠানিকভাবে একটি জটিল প্রক্রিয়া। তাই প্রত্যক্ষণে প্রভাব বিস্তারকারী উপাদানগুলো সম্পর্কে ব্যবস্থাপকদের ভালো ধারণা থাকা বাঞ্চনীয়। আসুন তাহলে এ উপাদানগুলো সম্পর্কে জেনে নিই।

প্রত্যক্ষণে প্রভাব বিস্তারকারী উপাদান

Factors Influencing Perception

একই বস্তু ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি ভিন্নভাবে উপলব্ধি করতে পারে। প্রশ্ন হচ্ছে কেন? কয়েকটি কারণে এ ভিন্নতা থাকতে পারে। এ কারণগুলোকেই প্রত্যক্ষণে প্রভাববিস্তারকারী উপাদান বলা হয়। উপাদানগুলোর সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হলো:

১. প্রত্যক্ষণকারী (The Perceiver): যখন কোনো ব্যক্তি কোনো ঘটনা বা বস্তু প্রত্যক্ষ করে তখন সে নিজের মত করে যা দেখে সেভাবেই ঘটনা বা বস্তুকে ব্যাখ্যা করে। এ ব্যাখ্যা প্রবলভাবে ব্যক্তির ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যাবলির দ্বারা প্রভাবিত হয়। ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যাবলির যে উপাদানগুলো প্রত্যক্ষণে বেশি প্রভাব বিস্তার করে সেগুলো হলো- মনোভাব, অভিপ্রায়, স্বার্থ, পূর্বঅভিজ্ঞতা এবং প্রত্যাশা। অতৃপ্ত বা অপরিপূর্ণ চাহিদা ব্যক্তির প্রত্যক্ষণকে প্রবলভাবে প্রভাবিত করে। এ তথ্য নাটকীয়ভাবে উন্মোচিত হয়েছিল McClelland এবং Atkinson- এর Hunger গবেষণা থেকে। ঐ গবেষণায় একদল ব্যক্তিকে ১৬ ঘণ্টা একটানা না খাইয়ে রাখা হয়েছিল। অন্যদিকে আরেকদলকে অন্যদলের থেকে ঘণ্টা খানেক আগে খেতে দেয়া হয়েছিল। দুই দলকেই একটি অস্পষ্ট ছবি দেখানো হয়েছিল। ফলাফলে দেখা গিয়েছিল, অস্পষ্ট ছবিটির ব্যাখ্যা ক্ষুধার মাত্রা দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। যারা আগে খাদ্য গ্রহণ করেছিল তাদের চাইতে ১৬ ঘন্টা পরে খাদ্য গ্রহণ করা ব্যক্তিরা ছবিটিকে বেশি খাদ্যের ছবি মনে করেছিল।

২. লক্ষ্যবস্তু (The Target): লক্ষ্যবস্তু পর্যবেক্ষণের উপরেও প্রত্যক্ষণ প্রভাবিত হয়। আমরা আমাদের মত করে লক্ষ্যবস্তুর গতি,শব্দ, আকার এবং অন্যান্য বৈশিষ্ট্যগুলি দেখতে পাই। লক্ষ্যবস্তুকে বিচ্ছিন্নভাবে দেখা হয়না, প্রত্যক্ষণ প্রভাবিত হয় লক্ষ্যবস্তুর সাথে তার পটভূমির সম্পর্কের দ্বারা। আমরা যা দেখি তা নির্ভর কর একটি সাধারণ পটভূমি থেকে আমরা কীভাবে তার একটি পৃথক চিত্র অংকন করছি। সুতরাং, স্বাভাবিকভাবেই আমরা যা দেখতে পাই তা বাস্তবিক নাও হতে পারে।

৩. পরিস্থিতি (The Situation): আমরা কোন পরিস্থিতিতে কোন ঘটনা বা বস্তুকে দেখছি তা গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। আমাদের পারিপার্শ্বিক পরিবেশের উপাদানগুলো প্রত্যক্ষণে সরাসরি প্রভাব বিস্তার করে। আপনার ক্লাসের একজন সহপাঠীর সুন্দর সাজ-পোশাক আজ আপনার নজরে আসেনি। কিন্তু পরদিন বৈশাখী মেলায় একই সহপাঠী পুরোটা সময় আপনার নজর আকর্ষণ করেছে। এ দুইদিনই প্রত্যক্ষণকারী কিংবা লক্ষ্যবস্তু কোনটারই পরিবর্তন হয়নি, কিন্তু পরিস্থিতি ছিল ভিন্ন। যে সময়ে আপনি একটি বস্তু বা ঘটনাকে দেখছেন সেই সময়টা আপনার মনোযোগকে প্রভাবিত করে। তেমনি আপনার মনোযোগ প্রভাবিত হতে পারে অবস্থান, আলো, উত্তাপ অথবা পরিস্থিতির যেকোনো উপাদান দ্বারা।

প্রত্যক্ষণে প্রভাব বিস্তারকারী উপাদানগুলো চিত্রের মাধ্যমে দেখানো হলো:

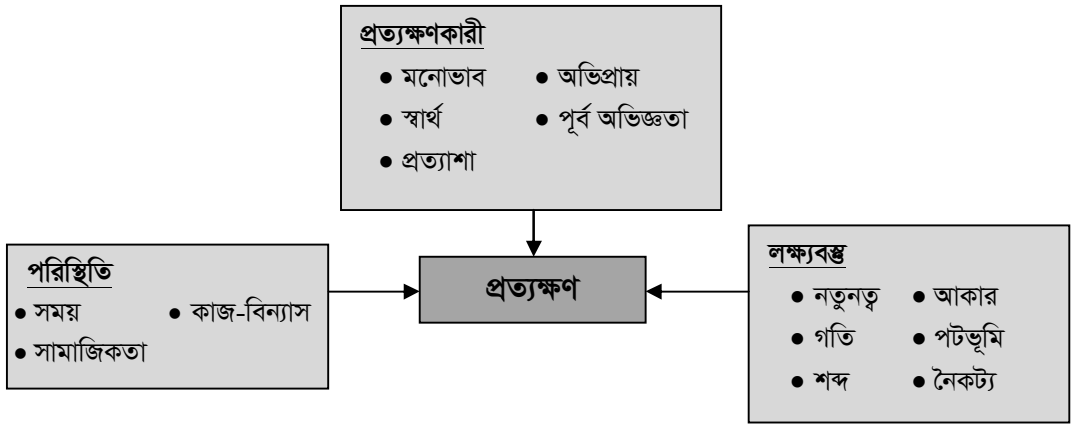

চিত্র: প্রত্যক্ষণে প্রভাব বিস্তারকারী উপাদানসমূহ

সারসংক্ষেপ

প্রত্যক্ষণগত পর্যায় হলো চিন্তনের প্রাথমিক ও সহজতর পর্যায়। যখন কোনো ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বার্তা থেকে আমাদের মধ্যে সংবেদনের সৃষ্টি হয় তখন মস্তিষ্ক সাথে সাথে তার একটি মানসিক চিত্র প্রস্তুত করে। আমরা আমাদের পূর্ব অভিজ্ঞতা ও অনুভূতির দ্বারা এর একটি ব্যাখ্যা তৈরি করি। এ ব্যাখ্যাটিই হচ্ছে প্রত্যক্ষণ। ব্যক্তির আচরণ প্রভাবিত হয় তার প্রত্যক্ষণের উপর। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ব্যক্তি যা প্রত্যক্ষণ করে তাই সে বাস্তব মনে করে এবং সেই অনুযায়ী সে আচরণ করে থাকে। তিনটি উপাদান প্রত্যক্ষণে প্রভাব বিস্তার করে থাকে - প্রত্যক্ষণকারী, লক্ষ্যবস্তু এবং পরিস্থিতি।

পাঠ ৩.২ এট্রিবিউশন তত্ত্ব ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া
Attribution Theory and Decision Making Process

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি -

- এট্রিবিউশন তত্ত্ব সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- সংগঠনে কীভাবে সিদ্ধান্ত নেয়া হয় বর্ণনা করতে পারবেন।
- সিদ্ধান্ত নেয়ার ধাপগুলো বলতে পারবেন।

এট্রিবিউশন তত্ত্বকে (আরোপিত তত্ত্ব) মনোবিজ্ঞানে একটি গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব হিসেবে ধরা হয়। এ তত্ত্বে উন্মোচিত হয়েছে মানুষ কীভাবে তার পারিপার্শ্বিক ঘটনাগুলি ব্যাখ্যা করে। মানুষের ব্যাখ্যাকৃত এসব ঘটনা তার আচরণকে সরাসরি প্রভাবিত করে।

এট্রিবিউশন তত্ত্ব মানুষের আচরণ বোঝার ক্ষেত্রে সাহায্য করে। প্রতিদিন মানুষ তার চারপাশের জগতটাকে বোঝার চেষ্টা করে। দৈনন্দিন জীবনে ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলো সে তার মত করে ব্যাখ্যা করে যা সরাসরি তার চিন্তাভাবনা এবং আচরণের সাথে সংযোগ স্থাপন করে। আমরা কীভাবে মানুষকে ভিন্নভাবে বিচার করি এবং তার আচরণের অর্থ কি, সে সম্পর্কে ব্যাখ্যা করার জন্য এট্রিবিউশন তত্ত্ব প্রস্তাব করা হয়েছে। ব্যক্তির আচরণ অভ্যন্তরীণ নাকি বাহ্যিক করণে প্রভাবিত হচ্ছে তা পর্যবেক্ষণ, নির্ধারণ এবং ব্যাখ্যা এ তত্ত্বটি দেয়ার চেষ্টা করেছে। সুতরাং, এট্রিবিউশন দুটি উপায়ে হতে পারে:

১. অভ্যন্তরীণ আচরণ (অভ্যন্তরীণ কারণ দ্বারা প্রভাবিত আচরণ)
২. বাহ্যিক আচরণ (বাহ্যিক কারণ দ্বারা প্রভাবিত আচরণ)

চিত্রে এট্রিবিউশন তত্ত্বটির প্রধান উপাদানগুলোর সারসংক্ষেপ তুলে ধরা হলো:

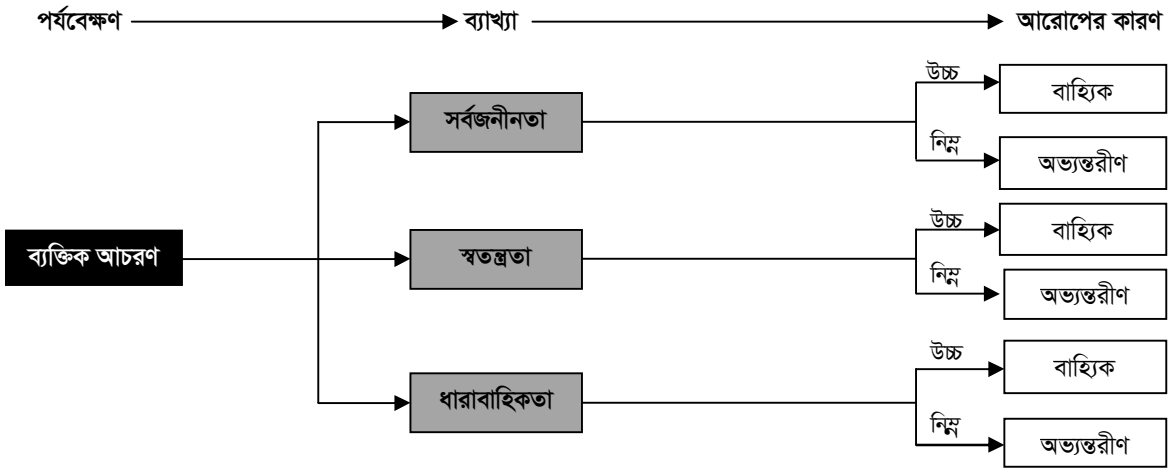

চিত্র: এট্রিবিউশন তত্ত্ব

১. অভ্যন্তরীণ আচরণ: অভ্যন্তরীণ আচরণে মানুষ নির্দিষ্ট ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্যাবলির উপর ভিত্তি করে ব্যক্তির আচরণকে ব্যাখ্যা করে। এ আচরণ অভ্যন্তরীণভাবে সৃষ্ট আচরণ যা ব্যক্তিগতভাবে নিয়ন্ত্রণাধীন।

২. বাহ্যিক আচরণঃ বাহ্যিক আচরণ প্রভাবিত হয় মানুষের চারপাশের জগতের উপর তার কেন্দ্রীভূত মনোযোগের কারণে। একজন ব্যক্তি আরেকজন ব্যক্তির আচরণকে ব্যাখ্যা করে তার পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতির কারণে।
অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক আচরণ মূলত তিনটি উপাদানের উপর নির্ভর করে:

ক. স্বতন্ত্রতা: এট্রিবিউশন তত্ত্বে স্বতন্ত্রতা বলতে বুঝায় ভিন্ন ভিন্ন পরিস্থিতিতে একজন ব্যক্তির ভিন্ন আচরণ করাকে।
খ. সর্বজনীনতা: যদি সবাই একই রকম পরিস্থিতির মুখোমুখি হয় এবং সবাই একইভাবে প্রতিক্রিয়া জানায়, তাহলে আমরা বলতে পারি আচরণটি সর্বজনীন।
গ. ধারাবাহিকতা: পরিশেষে, ধারাবাহিকতা বলতে বুঝায় একজন ব্যক্তির ক্রিয়া বা আচরণে ধারাবাহিকতা আছে কিনা। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ব্যক্তি একইভাবে সাড়া প্রদান করে কিনা তা এই তত্ত্বে পর্যবেক্ষণ করা হয়।

সংগঠনে কীভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়

How are Decision Made in Organization

সংগঠনে কর্মরত ব্যক্তিরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার সাথে জড়িত থাকে। আমরা পূর্বেই জেনেছি ব্যক্তির প্রত্যক্ষণ কীভাবে প্রভাবিত হয়। সিদ্ধান্ত গ্রহণের যুক্তিসঙ্গত প্রক্রিয়া থাকলেও বেশিরভাগ সময় তা উপেক্ষিত হয়। এখানে ব্যক্তির প্রত্যক্ষণ অনেকাংশে ভূমিকা রাখে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই মানুষ সমস্যার গ্রহণযোগ্য বা যুক্তিসঙ্গত সমাধান খুঁজে বেড়ায়। সাম্প্রতিক কালে সিদ্ধান্ত গ্রহণ তত্ত্বের বিশেষজ্ঞ Bazerman তাঁর এক গবেষণায় উল্লেখ করেন-''most significant decisions are made by judgment rather than by a defined prescriptive approach.''

নিম্নোক্ত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সংগঠন তার বেশিরভাগ সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকে:

১. সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও সংজ্ঞায়িতকরণ
২. সমস্যার শ্রেণিবিভাগ
৩. বিকল্প পন্থা নির্ধারণ
৪. বিকল্পসমূহ মূল্যায়ন
৫. যথাযথ বিকল্প গ্রহণ
৬. সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন
৭. অনুবর্তন ও মূল্যায়ন

১. সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও সংজ্ঞায়িতকরণ: সংগঠনের বর্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যতে প্রত্যাশিত বিষয়বস্তু এ দুয়ের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করাই হলো সাংগঠনিক সমস্যা। এক্ষেত্রে সমস্যা খুঁজে বের করতে হবে এবং সমস্যা নির্ণয়পূর্বক সম্ভাব্য সমাধান বের করাও জরুরি।

২. সমস্যার শ্রেণিবিভাগ: সমস্যা চিহ্নিত ও সংজ্ঞায়িত করার পর সমস্যাগুলোকে প্রকৃতি অনুযায়ী শ্রেণিবিভাগ করতে হয়। শ্রেণিবিভাগ সঠিক না-হলে কার্যকর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা অসম্ভব হয়ে পড়ে।

৩. বিকল্প পন্থা নির্ধারণ: সমস্যা সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীকে সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে কতিপয় বিকল্প পন্থা স্থির করতে হয়। সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে একজন নির্বাহীকে উদ্ভাবনী শক্তি, বিরূপ পরিস্থিতিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণের দক্ষতা, অন্তর্দৃষ্টি, দূরদৃষ্টি এবং অভিজ্ঞতা প্রয়োগ করতে হয়।

৪. বিকল্পসমূহ মূল্যায়ন: ইতিপূর্বে স্থিরকৃত বিকল্পসমূহকে এ পর্যায়ে মূল্যায়ন তথা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়। মূল্যায়নের মানদণ্ড হতে পারে কারিগরি এবং অর্থনৈতিক সম্ভাব্যতা, গুণগত মান, ফলপ্রদতা, সংগঠনের অপরাপর অংশের ওপর আলোচ্য বিকল্পের প্রভাব প্রভৃতি। তবে প্রত্যাশিত ফলাফলের সাথে ঝুঁকির অনুপাত, ফলাফলের সম্ভাব্যতা, সুবিধা এবং

প্রচেষ্টার মধ্যে সামঞ্জস্য এবং প্রাপ্ত সম্পদের সীমাবদ্ধতা ও পরিমাণ- এ চারটি মানদণ্ড অনুযায়ী বিকল্পসমূহ মূল্যায়ন করতে হবে। বিকল্প মূল্যায়নে গাণিতিক পদ্ধতিও ব্যবহার করা যায়।

৫. যথাযথ বিকল্প গ্রহণ: বিকল্প নির্বাচনের ক্ষেত্রে একজন ব্যবস্থাপক তিনটি মৌলিক পদ্ধতি ব্যবহার করতে পারেন, এগুলো হচ্ছে- অভিজ্ঞতা, পরীক্ষা এবং গবেষণা ও বিশ্লেষণ। যদি কোনো সিদ্ধান্ত গাণিতিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে নেওয়া হয়, তখন একজন ব্যবস্থাপক তার ব্যক্তিগত প্রজ্ঞা, অভিজ্ঞতা কিংবা অনুমান প্রয়োগ করে সঠিক পন্থা গ্রহণ করতে পারেন। ক্ষেত্রবিশেষে, কোনো সমস্যা সমাধানের জন্য একাধিক গ্রহণযোগ্য বিকল্প রাখা যেতে পারে।

৬. সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন: যথাযথ বিকল্প নির্বাচনের পরে এ পর্যায়ে সেটিকে বাস্তাবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হয়। সিদ্ধান্তের সফল বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় বস্তুগত ও অবস্তুগত সম্পদ প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণ, সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের সাথে পরামর্শকরণ, দায়িত্ব ও কর্তব্যের যথাযথ বণ্টন এবং বিভিন্ন অংশের মধ্যে সমন্বয় সাধন একান্ত প্রয়োজন। সিদ্ধান্ত কর্মীদের নিকট গ্রহণযোগ্য না হলে বাস্তবায়ন কঠিন হয়ে পড়ে।

৭. অনুবর্তন ও মূল্যায়ন: সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার শেষ ধাপ হলো সিদ্ধান্তের ফলাফল মূল্যায়ন। গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের দ্বারা আশানুরূপ ফল অর্জিত হচ্ছে কি-না এ পর্যায়ে তা মূল্যায়ন করার চেষ্টা করা হয়। যদি দেখা যায় যে, গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের দ্বারা সমস্যার কার্যকর সমাধান হচ্ছে না, তাহলে ইতিপূর্বে নির্ধারিত ২য় বা ৩য় বিকল্প পন্থা গ্রহণ করেও কখনো কখনো সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করা হয়।

ব্যবস্থাপকদের নিজস্ব চিন্তা-চেতনা, অভিজ্ঞতা ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার বিচারে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে ভিন্নতা পরিলক্ষিত হলেও স্বাভাবিক অবস্থায় উপরিউক্ত পদক্ষেপসমূহ অনুসরণের মাধ্যমে একটি উত্তম সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায়।

সারসংক্ষেপ

প্রতিদিন মানুষ তার চারপাশের জগতটাকে বোঝার চেষ্টা করে। দৈনন্দিন জীবনে ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলো সে তার মত করে ব্যাখ্যা করে যা সরাসরি তার চিন্তাভাবনা এবং আচরণের সাথে সংযোগ স্থাপন করে। আমরা কীভাবে মানুষকে ভিন্নভাবে বিচার করি এবং তার আচরণের অর্থ কি, সে সম্পর্কে ব্যাখ্যা করার জন্য এট্রিবিউশন তত্ত্ব প্রস্তাব করা হয়েছে। এট্রিবিউশন দুটি উপায়ে হতে পারে: অভ্যন্তরীণ আচরণ এবং বাহ্যিক আচরণের দ্বারা। সংগঠনে কর্মরত ব্যক্তিরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার সাথে জড়িত থাকে। কতিপয় ধাপ অনুসরণের মাধ্যমে সংগঠন তার বেশিরভাগ সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকে: সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও সংজ্ঞায়িতকরণ, সমস্যার শ্রেণিবিভাগ, বিকল্প পন্থা নির্ধারণ, বিকল্পসমূহ মূল্যায়ন, যথাযথ বিকল্প গ্রহণ, সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন এবং অনুবর্তন ও মূল্যায়ন।

ইউনিট মূল্যায়ন

১. "মানুষ যা বাস্তবে দেখে তাই প্রত্যক্ষণ করে" – আপনি কি একমত? আপনার মতের স্বপক্ষে যুক্তি দেখান।
২. প্রত্যক্ষণ কী? প্রত্যক্ষণকারী কী কী উপাদানের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকে? সংক্ষেপে আলোচনা করুন।
৩. লক্ষ্যবস্তু এবং পরিস্থিতি কীভাবে প্রত্যক্ষণকারীকে প্রভাবিত করতে পারে? আলোচনা করুন।
৪. এট্রিবিউশন তত্ত্বকে কেন মনোবিজ্ঞানে গুরুত্ব দেয়া হয়? এট্রিবিউশন তত্ত্ব মানুষের আচরণ বুঝার ক্ষেত্রে কীভাবে সাহায্য করে?
৫. এট্রিবিউশনের উপায় কয়টি? বিস্তারিত আলোচনা করুন।
৬. এট্রিবিউশন তত্ত্বটি চিত্র সহকারে আলোচনা করুন।
৭. "সিদ্ধান্ত গ্রহণের যুক্তিসঙ্গত প্রক্রিয়া থাকলেও বেশিরভাগ সময় তা উপেক্ষিত হয়।" - আপনি কি একমত? আপনার মতের পক্ষে যুক্তি দেখান।
৮. সংগঠনে কীভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়? সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার সাথে জড়িত ধাপগুলো কি অবশ্য পালণীয়? ধাপগুলো আলোচনাপূর্বক ব্যাখ্যা করুন।